সংবাদ

তারিখ ...20 JUL 2017
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৪

প্রাথমিক শিক্ষা : গাঠনিক-অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন

শরীফুল্লাহ মুক্তি

সব শিশু একভাবে শেখে না। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষককে নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তেমনি যাচাই বা মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও মূল্যায়ন-কৌশল এবং উপকরণ বিভিন্ন হওয়া দরকার। কৌশল এবং উপকরণের ভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও বিভিন্ন হওয়া উচিত। মূল্যায়নের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Assessment'। 'Assessment' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Assidere' থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো 'পাশে বসা'। আর এখানে 'পাশে বসা'র অর্থ শিক্ষার্থীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা বা শিক্ষার্থীকে জানা। সাধারণ কথায় মূল্যায়ন হচ্ছে কোনো জিনিসের মূল্য যাচাই করা বা বিচার করা। শিক্ষা ক্ষেত্রে মূল্যায়ন হচ্ছে শিখনফল/আচরণিক উদ্দেশ্যের কতটুকু শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পেরেছে তা নির্ণয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ধারাবাহিক এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। সহজ অর্থে পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যভিত্তিক আচরণের মূল্য-নির্ধারণ/মূল্য-আরোপের প্রক্রিয়াই হলো মূল্যায়ন। মূল্যায়ন শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম, শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্যক্রম বা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত শিখন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াই মূল্যায়ন। তবে শুধু মূল্যায়নে নয়- শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার উপরই প্রাধান্য দেয়া উচিত। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হচ্ছে মূল্যায়নের সম-অংশীদার। শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরস্পরায় চলতে পারে; শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষক। মূল্যায়নের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো শিশুর জীবন-পরিক্রমায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম একটি যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম। আর ধাপে ধাপে আমরা শতভাগ যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নের দিকে যাচ্ছি। এ বছর (২০১৭ সালে) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৮০% যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন থাকবে। আর যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নে শ্রেণীভিত্তিক অর্জন-উপযোগী পূর্ব নির্ধারিত যোগ্যতাগুলোকেই প্রাধান্য দেয়া হয়।

শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিখন অগ্রগতি যাচাই, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রেষণা সৃষ্টি ও শিখনে আগ্রহ বৃদ্ধি, শিখনে সুযোগ সম্প্রসারিত করা, শিক্ষার্থীর অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করা, শিক্ষার্থীকে শিখন সহায়ক পরামর্শ দেয়াই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখেছে তা যাচাই করতে, শিখন-কার্যক্রমের সফলতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে, শিক্ষার্থীদের সবল দিক ও উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে, শিখন-ঘাটতি চিহ্নিত করে সেগুলো পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে, এমনকি শিক্ষক পাঠ পরিচালনায় কতটুকু সফল হয়েছেন, শিখন-পদ্ধতি কতটা কার্যকর তা নির্ধারণেও মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক। তাছাড়া শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু, শিখনের দৃষ্টিভঙ্গি, উৎসাহের পরিমাণ নির্ধারণ, শ্রেণীর বিভিন্ন শিক্ষার্থীর পারগতার পার্থক্য নির্ণয়, প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান, শিক্ষার্থীকে গ্রেড প্রদান, শিক্ষার্থীর প্রোফাইল তৈরি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষকের পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শিক্ষার্থীর শিখনের অগগ্রতি অভিভাবককে অবহিতকরণ ইত্যাদিতে মূল্যায়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

মূল্যায়ন বিভিন্ন প্রকারে করা যায়। প্রাথমিক শিক্ষায়ও বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন-ব্যবস্থা চালু আছে। যেমন–

অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন (Informal Assessment): কন্যা দেখতে যেয়ে অভিভাবকগণ অনেক সময় বিয়ে করিয়ে নিয়ে আসেন। পরে আত্মীয়-স্বজনদের জানানো হয় পাত্রী দেখতে যেয়ে পছন্দ হয়ে গেছে, হাতে সময়ও নেই, তাই অনানুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করিয়ে ফেলেছি। অর্থাৎ কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়াই, কোনো ঘোষণা ছাড়াই বিয়ে করানো হয়েছে। এটা হলো অনানুষ্ঠানিক বিয়ে। তেমনি শ্রেণীকক্ষের প্রতিদিনের স্বাভাবিক শিখন-প্রক্রিয়াকে ব্যাহত না করে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই শিখন-শেখানো কাজ চলাকালে যে মূল্যায়ন করা হয় তাই অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কাজ ও পারদর্শিতা (পড়া, লেখা, অভিনয়, গান, আবৃত্তি, আঁকা ইত্যাদি) পর্যবেক্ষণ করা, শিক্ষার্থীর উত্তর ও উপস্থাপনা শোনা, কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলা, শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা করা, বাড়ির কাজ বা নির্ধারিত কাজ যাচাই করা, মৌখিকভাবে প্রশ্ন করা ও শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করাসহ বিভিন্ন কৌশলে অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন (Formal Assessment): অন্যদিকে পূর্ব-পরিকল্পনামাফিক, দিনক্ষণ ঠিক করে, বিয়ের কার্ড ছাপিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দিয়ে, কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া নিয়ে ঘটা করে যে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় তাকে আনুষ্ঠানিক বিয়ে বলা হয়। তেমনি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রেণীকক্ষের শিখন কাজ বন্ধ রেখে পূর্বনির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন বলে। যে কৌশলগুলোর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন করা হয় সেগুলো হলো- লিখিত অভীক্ষা, মৌখিক অভীক্ষা, সম্পাদনী অভীক্ষা বা ব্যবহারিক অভীক্ষা, পোর্টফোলিও ইত্যাদি।

গাঠনিক মূল্যায়ন (Formative Assessment): গাঠনিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণভাবে গঠন করা। শিক্ষার্থীর সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা, শিখন-বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে শিখন-কার্যক্রমের শুরুতেই প্রাথমিক ধারণা তৈরিতে সাহায্য করা, প্রতিদিনের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে নির্দেশনা দিয়ে এবং শিখন ঘাটতি চিহ্নিতপূর্বক নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কে ফলাবর্তন দেয়ার জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় তা-ই গাঠনিক মূল্যায়ন। গাঠনিক মূল্যায়নে সাধারণত চূড়ান্ত গ্রেড বা নম্বর দেয়া হয় না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিখন-শেখানো কাজ চলাকালীন অনানুষ্ঠানিকভাবে বা অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় গাঠনিক মূল্যায়ন করা হয়। অন্য কথায় প্রতিদিনের প্রতি পিরিয়ডের পাঠ মূল্যায়নই হলো গাঠনিক বা ধারাবাহিক মূল্যায়ন। গাঠনিক মূল্যায়নের সাহায্যে যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিতকরণ সহজ হয়। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি দূর করার জন্য প্রযোজ্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

গাঠনিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শিখনফল শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পেরেছে কি না তা যাচাই করা, কোন্ শিশু কোন্ শিখনফল অর্জন করতে পারেনি তা চিহ্নিত করা, না পারার কারণ খুঁজে বের করা এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিশু যে সব শিখনফল অর্জন করতে পারে নি তা অর্জনে সহায়তা করা। প্রয়োজনে পুনরায় মূল্যায়ন করে শিশুর শিখন পুরোপুরি নিশ্চিত করা। শিক্ষকের আত্ম-মূল্যায়নের জন্য গাঠনিক মূল্যায়নের বিকল্প নেই। গাঠনিক মূল্যায়নের নম্বর প্রদান করা হয় না বলে শিশুর মূল্যায়ন ভীতি থাকে না। এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক শিশু কীভাবে শিখছে তার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ, নিজের ঘাটতি বুঝতে পারা এবং পাঠদান কাজে দিক-নির্দেশনা পেতে পারেন।

বিভিন্ন কৌশলে গাঠনিক মূল্যায়ন করা যায়। যেমন– শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা করে, শিক্ষার্থীকে কোনো প্রশ্নের উত্তর বলতে দিয়ে/লিখতে দিয়ে, শিক্ষার্থীকে কোনো বিষয় উপস্থাপন করতে দিয়ে, শিক্ষার্থীকে দেয়া কোনো কাজ/পরিকল্পিত কাজ যাচাই করে ইত্যাদি। গাঠনিক মূল্যায়ন প্রতিদিন, প্রতি পাঠের শুরুতে, মাঝে বা শেষে করা যায়। যেমন– পাঠের শুরুতে (শিক্ষক আগের পাঠের ওপর প্রশ্ন করে পূর্বজ্ঞান যাচাই করতে পারেন। এ প্রশ্নগুলোর উত্তর সাধারণত স্বল্প পরিসরের হয়। পাঠের শুরুতে ছবি দেখতে দিয়ে ছবিতে কী কী আছে জিজ্ঞেস করে মূল্যায়ন করা যেতে পারে), পাঠের মাঝে (পাঠের একটি ধাপ শেষ করে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায়, প্রশ্ন করতে দিয়ে ও প্রশ্নের উত্তরদানের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায়), পাঠের শেষে (পাঠের সবকয়টি ধাপের বিস্তৃত মূল্যায়ন করা হয়, সাধারণত প্রশ্নে উত্তরের পরিসর একটু বড় হয়, উত্তর বলতে বা লিখতে দিয়ে।)

সামষ্টিক মূল্যায়ন (Summative Assessment): একটি ইউনিটের/সাময়িকের/বছরের/নির্দেশনা-কার্যক্রমের শেষে শিক্ষার্থী কী অর্জন করল তা যাচাইয়ের জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে সামষ্টিক/চূড়ান্ত মূল্যায়ন বলে। সামষ্টিক মূল্যায়ন শিক্ষককে শিক্ষার্থীর পরবর্তী কোর্স/শাখা/শ্রেণী নির্বাচনে, নিজের শেখানো পদ্ধতির মূল্যায়নে এবং জবাবদিহিতার মাত্রা বিচার করতে সহায়তা করে। এ মূল্যায়নে চূড়ান্ত গ্রেড বা নম্বর দেয়া হয় এবং সাধারণত আনুষ্ঠানিক বা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সম্পন্ন করা হয়। এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনের তুলনামূলক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা যায়। শ্রেণীর নিয়মিত ও শিখন-শেখানোর কাজ বন্ধ রেখে নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব নির্ধারিত অভীক্ষা/প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে এ মূল্যায়ন করা হয়। এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নম্বর/মার্কস প্রদান করে শিক্ষার্থীদের শিখনের তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়। এ মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পাশ ও ফেল নির্ধারণ করা হয়, কখনও গ্রেড দেয়া হয়, শ্রেণীতে অবস্থান নির্ধারণ করা হয় (যেমন- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি)। যারা পাস করে তাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার দেয়া হয়।

সাধারণত কোন্ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হবে সে অনুযায়ী এটি হবে অনানুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক। কখন মূল্যায়ন করা হবে সে অনুযায়ী এটি হবে গাঠনিক বা সামষ্টিক। তিন ধরনের ধারাবাহিক মূল্যায়ন শনাক্ত করা যায়: গাঠনিক-অনানুষ্ঠানিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন, গাঠনিক-আনুষ্ঠানিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সামষ্টিক-আনুষ্ঠানিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন। বিষয় ও শিক্ষার্থীর শ্রেণী বিবেচনায় রেখে ধারাবাহিক মূল্যায়নের উপযোগী ধরন নির্বাচন করতে হবে। শিক্ষক ও বিদ্যালয় সম্পৃক্ত সকলের পারস্পারিক আস্তা স্থাপনের ওপরই ধারাবাহিক মূল্যায়নের সফলতা নির্ভর করে।

নির্ণায়ক মূল্যায়ন (Diagnostic Assessment): অসুস্থ রোগীর রোগ নির্ণয় করতে ও চিকিৎসা দিতে যেমন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় তেমনি নির্ণায়ক মূল্যায়ন বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষার্থীর শিখন-সমস্যা, ভুল-ধারণা ইত্যাদি চিহ্নিত করতে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সময় কোনো শিক্ষার্থী অতিরিক্ত পিছিয়ে পড়লে তার জন্য এ ধরনের মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীর পূর্ব-প্রস্তুতির ঘাটতি, পারিবারিক, ব্যক্তিগত ও আবেগিক সমস্যা থাকলে তার জ্ঞান-অর্জন বা লেখাপড়া বিঘ্নিত হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো শিক্ষার্থী তার সহপাঠীদের সঙ্গে যথাযথ গতিতে পড়া-লেখা চালিয়ে যেতে পারছে না। এর কারণ হয়ত দেখা যাবে যে, সে বর্ণমালার অনেক বর্ণ চেনে না বা তার অর্জিত শব্দভাণ্ডার খুবই কম। আবার গণিতের ক্ষেত্রে শূন্য বা বিয়োগের যথাযথ ধারণা তার নেই। গাঠনিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে শিক্ষক বিকল্প শিখন-শেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি শিক্ষার্থীর সাফল্য না আসে তখন দুর্বলতা চিহ্নিত করার জন্য বিস্তারিতভাবে নির্ণায়ক মূল্যায়ন করা জরুরি।

সব সময় মূল্যায়নের বিচার করা হয় একটি পারদর্শিতা বা সাফল্যের সঙ্গে আর একটি পারদর্শিতার তুলনা করে। এই তুলনার ওপর ভিত্তি করে তিন ধরনের মূল্যায়ন হতে পারে–

মানভিত্তিক মূল্যায়ন (Norm Referenced Assessment)- এখানে একজন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা অন্য একজন বা একই রকম একদল শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার সঙ্গে তুলনা করে বিচার করা হয়। যেমন- শ্রেণী অভীক্ষায় গড় নম্বর একজন শিক্ষার্থীর শ্রেণীতে অবস্থান বা মান অন্যদের তুলনায় কী পর্যায়ে আছে তা বোঝা যায়। যেমন- তোরসা তার ৭০% সহপাঠীর তুলনায় ভালো করেছে। তোরসা তার শ্রেণীতে প্রথম স্থান এবং মারিয়া তৃতীয় স্থান দখল করেছে।

উদ্দেশ্যভিত্তিক মূল্যায়ন (Criterion Referenced Assessment)– এখানে একজন শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা তুলনা করা হয় কতকগুলো পূর্ব নির্ধারিত ক্রাইটেরিয়া বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে। যেমন- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষক্রম; এখানে যোগ্যতা হলো পূর্বনির্ধারিত ক্রাইটেরিয়া বা উদ্দেশ্য। যেমন- রাহীব তাকে দেয়া শব্দ তালিকার ৮০% শব্দের ঠিক বানান করতে পেরেছে। এখানে পূর্ব নির্ধারিত যোগ্যতা ছিল। শব্দ তালিকার ১০০% সঠিক বানান কিন্তু ৮০% ঠিক বানান করতে পেরেছে।

স্ব-ভিত্তিক মূল্যায়ন (Ipsative Assessment/Self Referenced Assessment)– এখানে যাচাইয়ের জন্য একজন শিক্ষার্থীর বর্তমান পারদর্শিতার সঙ্গে তা পূর্বের সর্বোচ্চ পারদর্শিতা তুলনা করা হয়। উদাহরণ- খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিশেষত দৌড়-ঝাঁপ, সাঁতার ইত্যাদিতে পূর্বে সম্পন্ন সময়ের সঙ্গে বর্তমান সময়ের তুলনা করা হয়। যেমন- রাতুল সাঁতারের সময় তার পূর্বের সবচেয়ে ভালো রেকর্ডের তুলনায় ১০% কম করতে পেরেছে।

যে কোনো মূল্যায়ন-কৌশল বা উপকরণের জন্য দুটো অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনীয়। সেগুলো হলো যথার্থতা (Validity) ও নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)। একটি মূল্যায়ন উপকরণ যা পরিমাপ করতে চায় তা কতটা যথাযথভাবে করতে পারে তাই হলো যথার্থতা। গণিত বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান পরিমাপ করতে প্রাসঙ্গিক বিষয় যেন গণিতই হয়, সেখানে যেন বাংলা বানান বা ভাষারীতি মাপার চেষ্টা না করা হয়। আর মূল্যায়ন উপকরণের ভালমন্দ বিচারে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো নির্ভরযোগ্যতা। মূল্যায়ন উপকরণটি বারবার প্রয়োগ করে যদি একই রকম ফল পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে সেটির নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে। উদাহরণ- সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্নের অভীক্ষা রচনামূলক উত্তর-প্রশ্নের অভীক্ষার চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। কারণ সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্নের উত্তর যে কোনো পরীক্ষক যখনই দেখুন না কেন ফল একই হবে। কিন্তু রচনামূলক উত্তর-প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন পরীক্ষক বিভিন্নভাবে দেখে থাকে। সেখানে নম্বর প্রদানে পার্থক্য ও ফলাফল ভিন্ন হতে দেখা যায়।

শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়- এ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা ভিত্তিক তথ্য বা প্রমাণ রয়েছে। অন্য যে কোনো উপকরণের চেয়ে মূল্যায়নই শিক্ষার্থীদের বলে দেয় যে কোন্ বিষয় বা কী শেখা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার ফল থেকে দেখা গেছে যে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের ওপর মূল্যায়নের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। শিক্ষণ-শিখন ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও মূল্যায়ন হতে পারে। যেমন- শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, বিদ্যালয় ব্যবস্থার জবাবদিহিতা, প্রজেক্ট কাজ ইত্যাদি। শিক্ষকের শিখন-চর্চা এবং শিক্ষার্থীর শিখন-প্রক্রিয়া উন্নয়নের জন্য মূল্যায়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রেণীকক্ষের প্রতিদিনের মূল্যায়ন শিক্ষকের শিক্ষণ কলা-কৌশল উন্নয়নে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীর শিখন তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে শিক্ষক তার উপস্থাপন কৌশল পরিবর্তন করতে পারেন, প্রতিনিয়ত মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য শিক্ষার্থীকে বুঝতে সহায়তা করে। শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী কোর্স ও বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন আনয়ন করতে পারেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সংগঠিত মিথস্ক্রিয়া অর্থপূর্ণ হয়, শিক্ষার্থীর মধ্যে নিজ জ্ঞান ও দক্ষতা মূল্যায়ন করার সামর্থ্য বিকশিত হয়।

সনাতন পদ্ধতিতে শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকই মূল্যায়নকারী হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছেন। বর্তমানে শিক্ষার্থীদেরও মূল্যায়নকারী হিসেবে বিবেচনা করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সে জন্য শিক্ষার্থীরা নিজেদের ও সহপাঠীদের কাজ মূল্যায়নের সুযোগ পাচ্ছে। যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন শিখনের বিভিন্ন স্তরভিত্তিক (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, উচ্চতর দক্ষতা) করা হয়। সামষ্টিক/চূড়ান্ত মূল্যায়ন অনেক ক্ষেত্রে পাশ নির্ভর পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়। গাঠনিক/ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যতিত শুধু সামষ্টিক মূল্যায়নে এককভাবে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন সফল না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সামষ্টিক মূল্যায়নে দুর্বল শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিয়ে শিখন ঘাটতি দূরীকরণের সুযোগ থাকে না। প্রচলিত সামষ্টিক মূল্যায়নে সাধারণত জ্ঞান অর্জনমূলক আচরণ যাচাই করা হয়। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সামষ্টিক মূল্যায়নের চেয়ে গাঠনিক-অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়নের প্রতি জোর দেয়া জরুরি। বছর শেষে সকল শিক্ষার্থী যেন শ্রেণীভিত্তিক নির্ধারিত অর্জন-উপযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে সারাবছর তা গাঠনিক-অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়নের মাধ্যমে নিশ্চিত করা জরুরি। আর এটা নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষকের দক্ষতা ও আন্তরিকতার বিকল্প নেই।

[লেখক : ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ]
ahmsharifullah@yahoo.com

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	

স্বাক্ষর